প্রথম আলো

তারিখ ২২ APR 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

৪৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক বিজ্ঞান পড়ানো হয় না

রিয়াদুল করিম ●

দেশের ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৬টিতেই মৌলিক বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। মাত্র ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ের আলাদা বিভাগ আছে। এর মধ্যে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিদ্যা পড়ানো হয়। সম্প্রতি সরকার আরও আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে গণিত এবং উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান পড়ার সুযোগ রয়েছে।

বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো অবহেলিত হলেও বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটারবিজ্ঞান, ফার্মেসি, প্রকৌশলবিজ্ঞানসহ ফলিতবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পড়ার সুযোগ আছে।

আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়—নামে এসব বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের জন্য বিশেষায়িত মনে হলেও এগুলোর কোনোটিতেই বিজ্ঞানের মৌলিক তিনটি বিষয় পড়ানো হয় না।

বাংলাদেশ শিল্প বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) চেয়ারম্যান এ আই মোস্তফা *প্রথম আলোকে* বলেন, সাধারণত তিনটি বিষয়—গণিত, পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এসব বিষয় অবহেলিত থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি খুবই দুঃখজনক। বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু চাকরির বাজার চিন্তা করে সার্টিফিকেটনির্ভর পড়াশোনা হয়। মৌলিক জ্ঞান নিয়ে তাদের চিন্তা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এটি খুব জরুরি।

> 'এটি খুবই দুঃখজনক। বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু চাকরির বাজার চিন্তা করে সার্টিফিকেটনির্ভর পড়াশোনা হয়'

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের (ইউআইটিএস) সহ-উপাচার্য সাইফুল ইসলাম খান বলেন, আলাদাভাবে কোনো বিভাগ না থাকলেও আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স বিভাগে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো পড়ানো হয়। তিনি বলেন, পদার্থ, রসায়ন ও গণিতের মতো বিষয়গুলো আলাদা বিভাগ হিসেবে খোলা হলে তাঁদের শিক্ষার্থী পাওয়া কঠিন বলে মনে হয়। এ কারণে এগুলো আলাদাভাবে পড়ানো হয় না।

আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. আবদুল গফুর বলেন, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলত প্রকৌশলনির্ভর। এ কারণে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলাদা কোনো বিভাগ নেই। তবে আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স বিভাগে এ বিষয়গুলো পড়ানো হয়। তিনি দাবি করেন, এ মৌলিক বিষয়গুলো আলাদাভাবে বিভাগ হিসেবে খোলার জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন।

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার মো. আবুল কাশেম বলেন, তাঁরা মূলত মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন বিষয় পড়ান। এ ক্ষেত্রে চাকরির বাজারের বিষয়টি মাথায় রাখা হয়। পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে চাকরির বাজার সীমিত বলে এসব বিষয়ে শিক্ষার্থী পাওয়া কঠিন।